শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

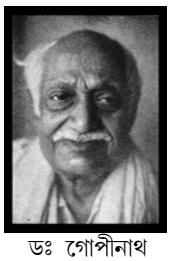
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

পত্র নং (১)

শ্রীশ্রীদুর্গা

২(এ) সিগরা, বেনারস
২৯/৫/৪২

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার পত্র ও প্রেরিত দুইটি (২) টাকা পাইয়াছি। ঁগোপালের ভোগ - মিষ্টি ও ফলের দ্বারা যথা সময়েই দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমান মণিলালের জন্য অত্যব চিন্তা হইতেছে। এই গরমের সময় Eczema ও জ্বর উভয়ই কষ্টদায়ক। এখন কি প্রকার চিকীৎসা চালাইতেছেন? বিস্তারিত জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

অতসীর মেয়েটির অবস্থা কেমন আছে?

আপনি কি কাশীতে বাড়ী বা স্থান ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন? তাহা হইলে লোক লাগাইয়া চেষ্টা করিব। এই বিষয়ে আবশ্যক সকল বিষয় জানাইয়া বিস্তারিত পত্র লিখিবেন।

ঢাকা ও কলিকাতা প্রায় উভয়ই সমান অবস্থাপন্ন। অমূল্যের কোনই সংবাদ জানি না। অমূল্য কি মনস্থ করিয়াছে?

আশ্রমের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। পত্রে সব কথা লেখা যুক্তিযুক্ত নহে। (অমুকের) অবস্থা এখন একই আছে কিন্তু সংশোধন সম্বন্ধে এখনও আমার ভরসা হইতেছে না। কার্য্যকারক সেবায়েত যত্নবাণ নিঃস্বার্থ লোক না হইলে ততক্ষণ অনেক বিষয়ে সম্যক ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা বলিব। আপনি যদি কেদার দাদা ও রজনীদাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটি নিয়মাবলী রচনা করিয়া দেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। আমিতো করিয়াছি। দুইটি মিলাইয়া Committee দ্বারা নাম করান যাইবে। কার্য্যকারক সেবায়েতের control-এর জন্য ব্যবস্থা বিশেষভাবে আবশ্যক। আপনারা এখানে একবার আসিবেন শুনিয়া সুখী হইলাম। মলমাসের মধ্যে ভোগাদির কি প্রয়োজন? বোধহয় পরে হইলেই ভাল হয়। আপনি আসিলে সকল বিষয়ই ভাল হইবে। এখন অত্যব গরম আর কয়েকটি দিন পরে বৃষ্টি পড়িলে কোন অসুবিধা হবে না। আশা করি সবকিছু কার্য্যে পরিণত করিতে শৈথিল্য করিবেন না।

আমি হয়ত ১০/১৫ দিনের জন্য একবার হরিদ্বার বা দেহ্‌রাদূন যাইতে পারি। মা এখন ভীমতালে আছেন।

এখানে সকলে একরকম। পত্রোত্তরে সকলের কুশল সংবাদ সহ বিস্তারিত বিবরণ জানাইবেন। সুরেশের ঠিকানাটি জানাইবেন। ইতি—

আপনার স্নেহার্থী
গোপীনাথ

পুঃ ২৯শে মের চিঠি আজ ৮ই জুন পোষ্ট করিতেছি।

শচীবাবু সোলন যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। বোধহয় কয়েকদিনের জন্য যাইতে পারি। অমূল্যের পত্র ঢাকা হইতে পাইয়াছি। এখানে গত ২/৩ দিন আরও ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। আপনি এখানকার ঠিকানাতেই পত্র লিখিবেন।

পত্র নং (২)

শ্রীশ্রী দুর্গা

২(এ) সিগরা, বেনারস
২৯/৮/৪২

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেক দিন হল আপনার একখানা পত্র পাইয়াছিলাম। আজ বিশেষ কারণে আপনাকে এই পত্রখানা লিখিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিশেষ ইচ্ছা আপনাকে কিছু কাজ দিবেন। যোগসিদ্ধির পথে নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে চালনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। বিস্তারিত যথাসময়ে জানিতে পাইবেন। সুতরাং সুবিধামত যথাসাধ্য সত্বরে আপনার এখানে আসা আবশ্যক। হয়ত ঁদুর্গাপূজার মধ্যেই কিছু কার্য্য পাইতে পারেন। মহালয়ার পূর্বে এমন সময়ে আসা উচিত যাহাতে ঁদুর্গাপূজাটা এখানে কাটাইতে পারেন। কেদার দাদার সম্বন্ধেও আদেশ হইয়াছে। তাঁহাকেও লিখিয়াছি।

আপনাদিগকে সংবাদ দিবার জন্য আমার উপর আদেশ ছিল।

অন্যান্য বিষয় এখন লিখিলাম না। শীঘ্র উত্তর দিবেন।

সম্ভবপর হইলে কেদার দাদার সঙ্গে একবার দেখা করিবেন। ইতি—

স্নেহার্থী
গোপীনাথ

পত্র নং (৩)

শ্রীশ্রী দুর্গা

২(এ) সিগরা, কাশীধাম
1/5/43

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন পূর্বে আপনার একখানা পত্র পাইয়াছিলাম কিন্তু উহার উত্তর এতদিন পর্য্যন্ত দিতে পারি নাই। ও-বাড়ীর দিদির নিকট লিখিত আপনার পত্র হইতে অতসীর সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আশা করি, সে নব প্রসূত কন্যাটির সহিত কুশলেই আছে।

আপনি এখানে আসিবেন বলিয়া অনেকদিন আশা করিয়া আছি। বাড়ীর একটি ব্যবস্থা করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ুন। সকল প্রকার বিক্ষেপের সম্ভবনা হইতে মুক্ত হইয়া বাহির হইতে হইলে বোধহয় কোনওদিনই বাহির হওয়া হইবে না। কারণ বিচার করিয়া দেখিলে সংসারের মধ্যে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে সংসারের ভার হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভবপর নহে। যাহাতে একূল এবং ওকূল — দুই কূলই রক্ষা করা চলে ক্রমশঃ তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এখানে এখন অনেক নূতন বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। আপনি এখান হইতে যাওয়ার পর হইতে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার বিবরণ আপনি এখানে আসিলে বিস্তারিত ভাবে জানিতে পারিবেন যে ব্রহ্মচর্য্য এবং যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক রহস্য বিষয়ের উপদেশ হইয়াছে। ১৭ দিন পর্য্যন্ত ঐপ্রকার ধারাবাহিক উপদেশ চলিবে — এরূপ কথা হইয়াছে। যতদিন এই উপদেশ সমাপ্ত না হয়, ততদিন মা যজ্ঞেশ্বরী বা যোগেশ্বরী মূর্ত্তিতে অচলভাবে অবস্থান করিবেন। জ্যেঠাগুরুদেব (শ্রীশ্রীভৃগুরাম স্বামী, জ্ঞানগঞ্জের) স্বদেহের বাহ্যাবরণ অপসারণ করিয়া অন্তঃস্থিত যোগদেহে অবস্থান পূর্বক ঐ দেহ হইতেই উপদেশ দিতেছেন। যাহাকে বাহ্যাবরণ বলিলাম তাহা লৌকিক প্রতীতিগোচর রক্তমাংস বলিয়া বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ উহা রক্তমাংস নহে। কারণ, যোগীদেহে রক্তমাংস থাকে না। উহা যজ্ঞেশ্বরী মাতার স্বহস্ত প্রদত্ত, নরকপালরূপ পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাখিবার সময় দেখিতে পাওয়া গেল — যাহা চর্ম্ম ও মাংসপিণ্ড বলিয়া প্রতীত হইতেছিল তাহা বস্তুতঃ বিল্বপত্র ও জবাপুষ্পের সমষ্টি। যাহা শোণিত মনে হইয়াছিল তাহা রক্তচন্দনের আকারে পরিণত হইয়াছে। এরূপ দেখা গেল। এই ব্যাপার হইতে খৃষ্টানগণের Eucharist ceremony-র কোন কোন অংশ মনে পড়ে। যোগীর দেহে অস্থি বা কঙ্কাল থাকে না। কঙ্কালের উপর একটি কোমল ও মসৃণ দ্রব্য দ্বারা ঢাকিয়া দিলে যেরূপ দৃশ্য হয়, ইহা কতকটা সেইরূপ। এই দেহে তিনটি চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সমগ্র শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের বিশেষতঃ গ্রন্থি সকলের স্থানে প্রস্ফুটিত পদ্মসকল দৃষ্ট হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে সমগ্র শরীরটি অসংখ্য পদ্মদ্বারা রচিত অথবা অলঙ্কৃত। শুদ্ধ যোগদেহে জননেন্দ্রিয় নাই, ঐ স্থানে একটি পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগদেহ ও ভোগদেহের অসংখ্য ভেদ দেখাইয়া, দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। যোগদেহের বিশিষ্ট কার্য্য নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত। ভোগদেহের বিশিষ্ট কার্য্য নাভির নীচের দিকে। কাম-ক্রোধাদি রিপুর কেন্দ্র, এই নিম্ন প্রদেশেই অবস্থান করে, জানিতে হইবে। কোন সূর্য্যের উদয়ে কোন কমল ফোটে এবং কেন ও কিভাবে ফোটে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। দেহের মধ্যে চন্দ্র এবং সূর্য্যের প্রভাব কি প্রকার, দেবসূর্য্য কি এবং তাহার প্রভাব কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য দুইভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। জ্যেঠাগুরুদেব স্বয়ং অখণ্ড ব্রহ্মচারী। যদিও তিনি ও পরমগুরুদেব তত্ত্বতঃ অভিন্ন, তথাপি বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেখিলে বলিতে পারা যায় - পরম গুরুদেব অনাদি মহাপুরুষ স্বরূপ হইলেও একবার আদি সৃষ্টি কালে মহামায়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যেঠাগুরুদেব মায়াযন্ত্র দেখেন নাই। অথচ তিনি যন্ত্রের যন্ত্রী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য না হইলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তবে সংসারে থাকিয়াও যে উহা লাভ না করা যায় এমন নহে। ইহার একমাত্র উপায় — বিনা বিচারে গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন। গুরুবাক্য সত্য এবং কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ — ইহাই তাঁহার উপদেশের সার কথা। গুরুবাক্য অটলভাবে ধরিয়া থাকিতে পারিলে অঘটন ঘটাইতে পারা যায়। অন্যান্য কোন ত্রুটি, ত্রুটিমধ্যে পরিগণিত হয় না। গুরুকৃপার দীপ্ত প্রভাবে সকল অপরাধের ক্ষমা হইয়া যায় এবং কোনও প্রতিবন্ধক সাধকের গতিতে বাধা দিতে পারে না।

মহানিশার কর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ দিব্যধাম হইতে আসিয়াছেন এবং আসিবার পূর্বে ওখান হইতে দিব্যদীক্ষা নিয়া আসিয়াছেন। মহানিশার কার্য্য এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে যোগ্য অধিকারী উমা মায়ের শুদ্ধ সংসারে

চলিয়া যাইবেন। উমা মায়ের (উমা ভৈরবী মাতা, জ্ঞানগঞ্জ) সংসারের বিশেষ বিবরণ এখানে আসিলে শুনিতে পাইবেন অথবা সুবিধা হইলে পরে কিছু কিছু লিখিব।

একটি কথা বলিয়াছেন মহানিশার কর্ম্মীর পিতামাতা তাহারই পুণ্যবলে গুরুকৃপায় নিত্যধামে তাহার নিত্য সাহচর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে ঐ প্রকার ঊর্দ্ধগতির জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। তাহার প্রিয়বর্গও জন্মমৃত্যু রহিত হইয়া জ্ঞানের রাজ্যে গতিলাভ করে অর্থাৎ সকলেই কালের রাজ্য হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। তবে ব্যক্তিগত কর্ম্ম অনুসারে জ্ঞানের রাজ্যেও নানা প্রকার তারতম্য আছে। দীক্ষাদি সেখানেই যথা নিয়মে হইয়া যায়।

আপনার পত্র পাইলে অন্যান্য বিষয় লিখিব। শীঘ্র উত্তর দিবেন। শ্রীযুক্ত তারাচরণ সাধু এখন এখানেই আছেন। পূজনীয়া সিদ্ধিমাতা গত ২৬শে এপ্রিল দেহরক্ষা করিয়াছেন। আনন্দময়ী মা এখন আলমোড়ায় আছেন। সুরেশের ঠিকানাটি জানাইবেন। তাহার জন্য চিন্তিত আছি। এখানে সব কুশল। পত্রোত্তরে আপনার কুশলাদি জানাইবেন। ইতি—

স্নেহার্থী

শ্রীগোপীনাথ

(ঁশ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের

সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)